SEM - IV
HONOURS

CC-9
UNIT - 4

রাশিয়ার চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

- 'রাশিয়ার চিঠি' একজন দেশ ভ্রমণকারীর চিঠির সংকলন।
- গ্রন্থটি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৫ শে বৈশাখ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
- গ্রন্থটি সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয়কে উৎসর্গ করা হয়।
- চিঠিগুলি রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়া ভ্রমণের সময় রচনা করেন।
- এই চিঠিগুলি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৩৭-৩৮ বঙ্গাব্দে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।
- প্রথম চিঠিটি ২০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩০, মস্কো শহরে বসে লেখা
- প্রথম চিঠিটি রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন
- এই 'রাশিয়ার চিঠি'-র তৃতীয় ও পঞ্চম পত্র প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশকে উদ্দেশ্য করে লেখা।
- এর দ্বিতীয় ও চতুর্থ চিঠি নির্মলকুমারীকে উদ্দেশ্য করে লেখা।
- এর ষষ্ঠ পত্রটি আশা অধিকারীকে উদ্দেশ্য করে লেখা।
- এর দ্বিতীয় পত্রটি ১৯.৯.১৯৩০ তারিখে মস্কো শহরে বসে লেখা।
- এর তৃতীয় পত্রটি ২৫.৯.১৯৩০ তারিখে মস্কো শহরে বসে লেখা।
- এর চতুর্থ পত্রটি ২৮ শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০ সালে, বার্লিন শহরে বসে লেখা।
- এর পঞ্চম পত্রটি ৯ই অক্টোবর, ১৯৩০ সালে বার্লিন শহরে বসে লেখা।
- ষষ্ঠ পত্রটি ২ রা অক্টোবর, ১৯৩০ সালে বার্লিন শহরে বসে রচিত।

এই গ্রন্থে ১৪ টি চিঠি সংকলিত হয়েছে।

(A.N)

Scanned with CamScanner

CC9

UNIT-IV

রাশিয়ার চিঠি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাশিয়ার চিঠি হচ্ছে একজন দেশভ্রমণকারীর চিঠির সংকলন। আসলে রাশিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতার দলিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্পবয়সেই বিদেশ ভ্রমণ করেছেন, আমরা জানি। তিনি সাহিত্য স্রষ্টার পাশাপাশি একজন ভ্রমণরসিক বিশ্ব-পর্যটকও, যারা বিশ্ব ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইউরোপ, আমেরিকা বেশ কয়েকবার গেছেন, তবে রাশিয়াতে একবার যান। ৬৯ বছর বয়সে রাশিয়া ভ্রমণ তাঁর জীবনে অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ১৯২৫ ও ১৯২৬ এ রাশিয়া ভ্রমণের আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে যেতে পারেননি। তৃতীয়বার আমন্ত্রণ কার্যকরী হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ এ ১১ই সেপ্টেম্বর রাশিয়াতে পৌঁছান। এ যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন মার্কিন চিকিৎসক বন্ধু হ্যারি টিম্বার্স, আইনস্টাইন কন্যা মার্গারেট, শান্তিনিকেতনবাসী আশ্রম-বন্ধু সচিব আরিয়াম উইলিয়ামস, অমিয় চক্রবর্তী ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেই সময় বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়া। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজিবাদ বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধী যার মূল কথা ব্যক্তিগত মালিকানার বিলুপ্তি। সমাজতন্ত্র একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামো। পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীরা বহুকাল সমাজতন্ত্রের কল্পনা করে এসেছেন। বাস্তবে তার প্রয়োগ হয় এই রাশিয়াতে। তাহলে সেই সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া সম্পর্কে সবারই কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। এই কৌতূহলের অবসান ঘটাতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়াতে যান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৫ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাত্র ১৫ দিন রাশিয়াতে ছিলেন। রাশিয়ার মানুষদের দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, রাশিয়ার সকলের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হন। যেখানে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য নেই। রাশিয়ার জনগণের কর্মপদ্ধতি, শিল্পনীতি, কৃষিসমবায় তাঁকে নতুনভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল, কৃষি ও শিল্পে রাশিয়া বিপ্লব ঘটিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি, তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মাত্র দশবছরে রাশিয়ার কৃষকরা বহুগুণ উন্নতি করেছে। কৃষিব্যবস্থাতে নবজাগরণ ঘটেছে। রাশিয়ার শিক্ষা সংস্কৃতি সামাজিক জীবনধারার ইতিহাস, অর্থনৈতিক ও মানসিক অভিজ্ঞতার কথা চিঠির আকারে তিনি ব্যক্ত করেছেন। সর্বমোট ১৪ টি পত্র ও ১ টি উপসংহার আছে এই গ্রন্থে। প্রত্যেকটি পত্র তিনি আত্মীয় পরিজনকে প্রেরণ করেছেন। এই পত্রগুলি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবাসী পত্রিকাতে ১৩৩৭, অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৩৮, বৈশাখ — সংক্ষিপ্তরূপে শিরোনাম সহযোগে প্রকাশ করেছেন।

রাশিয়ার মানুষের অগ্রযাত্রার ইতিহাস জানতে এবং সেই বিশেষ কালপর্বে স্থাপন করে বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা। ১৯১০-এর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, পরবর্তীতে রুশবিপ্লব কিংবা সোভিয়েত বিপ্লব-এর মতো সামাজিক বিপর্যয় উপেক্ষা করে রাশিয়াতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এছাড়াও এই গ্রন্থে তাঁর সমাজভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। রাশিয়ার সাথে ভারতের কৃষি, শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনা করে ভারতের আশা, প্রত্যাশা এবং রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কার কথাও তিনি জানিয়েছেন এই গ্রন্থে।

Scanned with CamScanner

আলোচনা

১। "তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে .... তেল গড়িয়ে পড়ে।" ——

"তারা সভ্যতার পিলসুজ..." এখানে সমাজের খেটে খাওয়া দরিদ্র সাধারণ মানুষের কথা বলা হয়েছে। যারা তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে সভ্যতার বিকাশ অব্যাহত রাখে।

সমাজে শ্রমিক শ্রেনীর মানুষের কোনো সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, মর্যাদা থাকেনা। এরা কেবল নীরবে কাজ করে যায়। সেই কাজের ফল ভোগ করেন উপর তলার মানুষেরা, যাঁরা সভ্য বলে পরিচিত। অথচ তাদের কপালে জোটে কেবল বঞ্চনা আর অবহেলা। রবীন্দ্রনাথ এদের উপমিত করেছেন প্রদীপের পিলসুজের সঙ্গে। এদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই সভ্যতার কোনো সুফল ভোগ করতে পায়না। এরা শিক্ষা পায়না, এদের জীবন যাত্রার মান হয় না, এদের আর্থিক দুর্গতি ঘোচেনা। পিলসুজের মতোই এই মানুষেরা সভ্যতার আলো পায় না, কিন্তু সভ্যতার ক্লেদ গায়ে মাখতে বাধ্য হয়।

২। "শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে .... টেঁকে না।" ——

"শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে —" উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠির প্রথম পত্রে, রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ আলোচনার প্রসঙ্গে তিনি এই মন্তব্য করেছেন।

রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি আর একদিকে তাঁর মনে কিছুটা সংশয়ও জেগেছিল। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সকলকে শিক্ষিত করে তুলবার প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু সেই শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো দাম ছিল না। সকলকে একই রকম শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। ছাঁচে ঢালা শিক্ষার দ্বারা সকলকে সম মর্যাদা দেবার চেষ্টা ছিল। একথা ঠিক, শিক্ষা নেবার যোগ্যতা সকলের সমান হয়না। মেধা, প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা গুলিরও প্রয়োজন হয়। আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করলে শিক্ষা সার্থক নাও হতে পারে, সে ক্ষেত্রে সমাজের কল্যাণ না ঘটাই স্বাভাবিক, শিক্ষার্থীর মনের সজীবতাকে অগ্রাহ্য করলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই নষ্ট হয়। মনুষ্যত্বের বিকাশ ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে, এই জন্যই ছাঁচে ঢালা শিক্ষার প্রতি রবীন্দ্রনাথের সংশয় ছিল।

(A.N)

Scanned with CamScanner

৩। "এখানে এসে ... যেটা সব চেয়ে .... ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।" —

ধনগরিমা হল ধনের অহংকার। সামাজিক মানুষের মধ্যে ধনবৈষম্য থাকলে এবং ধনের উপর আভিজাত্য নির্ভর করলে ধনবানের প্রবণতা থাকে ধন-প্রাচুর্য জাহির করা, ধনহীনকে অবজ্ঞা করা। মনুষ্যত্বের অবমাননা করা। এইটাই ইতরতা।

রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যেখানেই গিয়েছেন, যে প্রতিষ্ঠানেই গিয়েছেন দেখেছেন সেখানকার মানুষের অনাড়ম্বর জীবনযাপন। সে দেশে ধন রাষ্ট্রের; তাই ধনগরিমা প্রকাশের কোনো আগ্রহ নেই। সবাই সেখানে সম মর্যাদার। মানুষকে ছোটো বড়ো ভাবনার প্রবণতাটাই ঘুচে গেছে। তাই, সেখানে কেউ কাউকে মর্যাদাহীন, ছোটোলোক ভাবতে পারে না। মানুষ সেখানে মানুষের কাছে সমমর্যাদার দাবিদার। অন্যের তুলনায় নিজেকে বড়ো প্রমাণিত করবার ইতরতাটি রবীন্দ্রনাথ কোথাও লক্ষ্য করেননি।

৪। "অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ .... এক মাত্র।" —

"অন্যদেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি ..." উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের। রাশিয়া ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার সমস্ত মানুষকে একই রকম হয়ে উঠা প্রত্যক্ষ করে এই মন্তব্য করেছেন।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই শ্রেণীবৈষম্য বর্তমান। ধনী-দরিদ্র, অভিজাত অনভিজাত, উচ্চবর্ণ — নিম্নবর্ণ, শ্রমিক-মালিক, ভদ্রলোক-সাধারণলোক এই রকম ভেদাভেদ সর্বত্র লক্ষণীয়। কিন্তু রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ এমনটা লক্ষ্য করেননি। প্রবীন রাশিয়া নতুন শাসন ব্যবস্থায় সকলকে এক শ্রেণীভুক্ত করে দিয়েছে। শুধু সামাজিক মর্যাদায় নয়, তাদের আচরণে, সাজ পোশাকে এবং মানসিকতাতেও সেটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মস্কোর গ্র্যান্ড হোটেলে আশ্রয় নিয়ে কয়েক দিন কাটিয়েই তিনি বুঝতে পারেন। সেখানকার মানুষের সাম্যবোধ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। আড়ম্বর, আভিজাত্য, বিলাসিতা — এ সমস্ত ব্যাপার রাশিয়ায় সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হয়েছে। সেখানে সবই আটপৌরে। আটপৌরে পোশাকে মানুষের আভিজাত্য বোঝা যায়না। আটপৌরে জীবনযাত্রাতেও বোঝা যায় না যে কার থেকে কার আভিজাত্য, এভাবে সমস্ত মানুষকে এক শ্রেণীভুক্ত বা জনসাধারণে পরিণত করাকে রবীন্দ্রনাথের খুবই ভালো লেগেছে; তাই উচ্ছ্বসিত হয়েই তিনি একথা লিখেছেন।

(A.N)

Scanned with CamScanner